৬ নম্বর ভিত্তিক প্রশ্ন

প্রঃ ৫৯। বিশ্বায়ন কাকে বলে?

উঃ। 'বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝ'-এর নীতি ও কার্যপদ্ধতি শীর্ষক প্রশ্নের প্রথম থেকে চতুর্থ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।

প্রঃ ৬০। বিশ্বায়নের মূলনীতিগুলি লেখ।

উঃ। 'বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝ' প্রশ্নের পঞ্চম থেকে সপ্তম অনুচ্ছেদ।

প্রঃ ৬১। বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক কার্যপদ্ধতি লেখ।

উঃ। 'বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝ' প্রশ্নের বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক কার্যপদ্ধতি শীর্ষক আলোচনা।

প্রঃ ৬২। বিশ্বায়ন কিভাবে জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করে?

উঃ। 'বিশ্বায়ন বলতে কি বোঝ' প্রশ্নের 'বিশ্বায়ন ও জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব' এবং বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি' দুটি অনুচ্ছেদ লেখ।

প্রঃ ৬৩। ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের সুফলগুলি লেখ।

উঃ। 'ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের প্রভাব' প্রশ্নের 'বিশ্বায়নের সুফল' অংশ লেখ।

প্রঃ ৬৪। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের গঠন কাঠামো লেখ।

উঃ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী' প্রশ্নের 'গঠন' অংশ লেখ।

প্রঃ ৬৫। ভারত আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার থেকে কি ধরনের সাহায্য পেয়েছে?

উঃ। 'আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের গঠন, উদ্দেশ্য' প্রশ্নের 'ভারত ও আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার শীষক আলোচনা।

প্রঃ ৬৬। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নেতিবাচক দিক লেখ।

অথবা, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতা লেখ।

উঃ। 'আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ৮০ দশকের মন্দার সময় উন্নয়নশীল দেশগুলি রপ্তানি জনিত আয় হ্রাস পায়, তার উপর তেল রপ্তানিকারক দেশগুলি (OPEC) তেলের দাম বহুগুণ বাড়ানোর কলে এই সমস্ত দেশের সম্পদ কমতে থাকে এবং ঋণভারে জর্জরিত হতে থাকে। আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার সদস্য দেশগুলিকে এই মন্দা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। এই সময় অর্থভাণ্ডার 'কাঠামোগত সামঞ্জস্য বিধানের সুযোগ (Stuctural Adjusment Facility সংক্ষেপে SAF) নামে একটি নতুন প্রকল্পের দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে তাদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসে সহায়তা করে। একটি ২.৭০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠিত হয়। ঋণের জন্য প্রায় ৭২টি রাষ্ট্র আবেদন করে। এই তহবিল থেকে কম সুদে ঋণ দেওয়া হয়। ঋণের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থভাণ্ডারও তার ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে।

প্রঃ ৬৭। বিশ্বব্যাঙ্কের কার্যাবলী ও ভূমিকা লেখ?

উঃ। 'আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কেরব পুনঃগঠন ও উন্নয়ন ভিত্তিক কার্যাবলী' প্রশ্নের।

প্রঃ ৬৮। বিশ্বব্যাঙ্কের ভূমিকার নেতিবাচক দিকগুলি লেখ।

অথবা, বিশ্বব্যাঙ্কের সীমাবদ্ধতাগুলি লেখ।

উঃ। 'আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের পুনঃগঠন ও উন্নয়ন ভিত্তিক কার্যাবলী' এর মূল্যায়ন অংশটি লেখ।

প্রঃ ৬৯। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার উদ্দেশ্যগুলি লেখ।

উঃ। 'বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার উদ্দেশ্য, নীতি, কার্যাবলী' প্রশ্নের 'উদ্দেশ্য' অংশটি লেখ।

প্রঃ ৭০। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতিগুলি লেখ।

উঃ। 'বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার উদ্দেশ্য, কার্যবলী' প্রশ্নের 'নীতিসমূহ' শীর্ষক অংশ

প্রঃ ৭১। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কার্যাবলী লেখ।

উঃ। 'বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার উদ্দেশ্য, কার্যাবলী' প্রশ্নের 'কার্যাবলী' অংশে।

প্রঃ ৭২। গ্যাট (GATT)-এর অষ্টম পর্যায়ের (উরুগুয়ে) বৈঠকের চুক্তিগুলি লেখ।

অথবা,

উরুগুয়ে বৈঠকের ভিত্তিতে তৈরি ডাঙ্কেল প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি লেখ।

উঃ। গ্যাটের অষ্টম বৈঠক (১৯৮৬) হয় উরুগুয়েতে। এই বৈঠকে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ১১৭টি দেশ আলাপ আলোচনা করে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। এই অবস্থার থেকে মুক্ত হবার জন্য ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে গ্যাটের তৎকালীন ডিরেক্টর জেনারেল আর্থার ডাঙ্কেল একগুচ্ছ প্রস্তাব দেন। ডাঙ্কেল প্রস্তাব ১৯৯৪-এর ১৫ই এপ্রিল গৃহীত হবার সাথেই উরুগুয়ে বৈঠক সমাপ্ত হয়। জন্ম হয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO)। বিদেশী বিনিয়োগ, পেটেন্ট কপিরাইট ইত্যাদির ক্ষেত্রে উরুগুয়ে বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকর করা এবং বাস্তবায়ণের দায়িত্ব পায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা।

উরুগুয়ে বৈঠকে গৃহীত চুক্তিগুলি হল :

(১) কৃষি : উন্নত দেশের ট্রেডমার্কযুক্ত বীজ বা চারাগাছের আমদানির ক্ষেত্রে পেটেন্ট ফি দিতে হবে। উৎপন্ন কৃষিপণ্যে ভর্তুকি পণে ১০ শতাংশের বেশি হবে না। যেসব দেশের বাজার বিদেশী কৃষিপণ্য বর্জিত, তাদের মোট আভ্যন্তরীণ চাহিদার ৩% কৃষিজ পণ্য আমদানী করতে হবে। লেনদেনের উদ্বত্তের সমস্যার ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলি ছাড় পাবে।

(২) অবাধ বাজার : এই বৈঠকের লক্ষ্যই ছিল বিশ্বব্যাপী অবাধ বাজার সৃষ্টি। এই জন্য প্রতিটি দেশকে আমদানী শুল্ক হ্রাস করতে হবে। এছাড়া সেবা দ্রব্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দেশী, বিদেশী বৈষম্য চলবে না।

(৩) বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাজাত সম্পত্তির অধিকার : বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাজাত সম্পত্তির অধিকার (Trade Related Intellectual Property Rights বা TRIPS) চুক্তি অনুযায়ী উদ্ভাবনামূলক অভিনব দ্রব্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেশগুলিকে পেটেন্ট অধিকারের সর্বসত্ব সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া হয়। পেটেন্টের অধিকার ছাড়া অন্য দেশ কোন বিশেষ দ্রব্য বিক্রি বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাকে পেটেন্ট অধিকারীর স্বত্ব খর্ব না করার প্রমাণ মজুত রাখতে হয়।

(৪) বস্ত্র : বস্ত্রের ক্ষেত্রে 'বহুতন্তু চুক্তি' (Multi-Fibre Agreement) কে ডাঙ্কেল আইনে বন্ধ করতে বলা হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলি যাতে উন্নত দেশের সাথে প্রতিযোগীতায় যেতে পারে।

(৫) **GATS :** সেবা বাণিজ্যের সাধারণ চুক্তি (General Agreement of Trade in Service বা GATS) অনুযায়ী সব দেশের সেরা বাণিজ্যকারী দেশকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ব্যাঙ্ক, বিমা, পরিবহন, যোগাযোগ ইত্যাদি পরিষেবার ক্ষেত্রে বিদেশী সংস্থাকে সুযোগ দিতে হবে।

(৬) **TRIMS :** বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ ব্যবস্থা (Trade Related Investment Measources বা TRIMS) দ্বারা আভ্যন্তরীণ উৎপন্ন ও আমদানির মধ্যে বৈষম্য করা চলবে না। এর সাথে আমদানি ও রপ্তানির উপর পরিমানগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ বন্ধ করতে হবে।

প্রঃ ৭৩। ডাঙ্কেল চুক্তিতে কৃষির ক্ষেত্রে কী বলা আছে? ভারতের ক্ষেত্রে এই চুক্তির প্রভাব লেখ।

উঃ। কৃষির ক্ষেত্র ঃ ডাঙ্কেল চুক্তি অনুযায়ী কৃষক তাদের ফসলের অংশবিশেষ বীজের জন্য রেখে নিজেদের মধ্যে বিনিময় করতে পারে। কিন্তু High-Tech Biotechnology দ্বারা উৎপন্ন বীজে তা করা যাবে না। কেনা বীজ বা চারাগাছ যদি স্থানীয় বীজের তুলনায় উন্নত হয় তবে কৃষি স্বত্ব প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ উন্নত দেশের ট্রেডমার্ক যুক্ত বীজ বা চারাগাছ আমদানি করতে হলে পেটেন্ট ফি দিতে জন্য। কৃষি পণ্যের ভর্তুকি উৎপাদিত দ্রব্যে ১% এর বেশি হবে না। যেসব দেশের বাজার বিদেশের জন্য উন্মুক্ত নয় তাদের মোট আভ্যন্তরীণ ভোগের ৩% কৃষিপণ্য আমদানি করতে হবে। স্বল্পোন্নত লেনদেনের উদ্বৃত্ত সমস্যায় ভুগছে এমন দেশের জন্য ছাড়ের ব্যবস্থা আছে।

ডাঙ্কেল প্রস্তাব কৃষির সর্বনাশ করতে পারে কারণ ডাঙ্কেল প্রস্তাবের ফলে কৃষির ভর্তুকির পরিমাণ কমাতে হবে, গণবন্টন ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে, কৃষিপণ্য বাধ্যতামূলকভাবে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে। সেই ধারণা কিছুটা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে।

আভ্যন্তরীণ ভর্তুকি হ্রাস এবং বাণিজ্যের অন্তরায় অদৃশ্য হলে আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্যের দাম বাড়বে। ভারতের কৃষির রপ্তানি বাড়বে। চুক্তির ফলে কৃষিক্ষেত্রে সহায়তামূলক ভর্তুকি প্রদান চুক্তি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বজায় থাকবে এদের সংরক্ষণের ফলে কৃষির উন্নতি হবে। এছাড়াও মোট কৃষিপণ্যে ৩% আমদানির আইনটি ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না। কারণ ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্তে ঘাটতি রয়েছে।

গণবন্টন ব্যবস্থা ডাঙ্কেল প্রস্তাবে নেই। ডাঙ্কেল ব্যবস্থা গৃহীত হলেও ভারতের খাদ্য নিগম (Food Corporation of India) রেশনিং ব্যবস্থা বা গণবন্টন ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য খাদ্যদ্রব্য মজুত করতে পারবে বলে ভারত সরকার মেনে নিয়েছে।

প্রঃ ৭৪। ডাঙ্কেল প্রস্তাবিত বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধাজাত সম্পত্তির অধিকার চুক্তিটি লেখ (TRTPS)।

উঃ। ভারতের ন্যায় বিকাশশীল দেশে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডাঙ্কেল আইনের প্রভাব প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

প্রঃ ৭৫। ভারতের ক্ষেত্রে ডাঙ্কেল প্রস্তাবিত বাণিজ্য মেধাজাত চুক্তির (TRIPS) এর তাৎপর্য লেখ।

উঃ। ভারতের ন্যায় বিকাশশীল দেশে ডাঙ্কেল আইনের প্রভাব প্রশ্নের ভারতের উপর

প্রতিকূল প্রভাব শীর্ষক আলোচনার ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদ দুটি লেখ।

প্রঃ ৭৬। ডাঙ্কেল প্রস্তাবিত 'বাণিজ্য সংক্রান্ত বিনিয়োগ ব্যবস্থা' (TRIPS) চুক্তিটি ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা কর।

উঃ। বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত নিয়ম আছে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিনিয়োগ ব্যবস্থাতে (Trade Related Investment Measures বা TRIMS)। এই নিয়ম সদস্য দেশে অবাধ বিদেশি পুঁজির প্রবেশকে স্বীকৃতি দেয়। এর সাথে বলে বিদেশী বিনিয়োগের উপর শর্ত আরোপ বা বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করতে। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের করায়ত্বে এসে যায়। এই সুযোগে তারা অনুন্নত দেশগুলির থেকে একদিকে প্রভূত অর্থ নিয়ে যাবে অন্যদিকে ঐ দেশের ঐ একই দ্রব্যের কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে ফলে বেকারত্ব বাড়বে। অর্থাৎ TRIMS অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে ফেলে দেবে।

TRIMS ভারতের অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। এই চুক্তির ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রতি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হয় শিথিল নয়ত উঠিয়ে নিতে হবে। এছাড়াও দেশী ও বিদেশী শিল্পের মধ্যে পার্থক্য করা চলবে না। (National Treatment of All Companies)। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে একদিকে অসম প্রতিযোগীতায় দেশীয় শিল্পগুলি উঠে যাবে অন্যদিকে ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বহুজাতিক সংস্থাগুলি অবাধে বিচরণ করবে। এর ফলে এই দেশগুলি বহুজাতিক সংস্থার উপনিবেশে পরিণত হবে।

২ নম্বর ভিত্তিক প্রশ্ন

প্রঃ। বিশ্বায়ন কাকে বলে?

উঃ। দেশ, বিদেশের বেড়া ডিঙিয়ে সারা পৃথিবীতে বাণিজ্য ও প্রযুক্তির বিস্তার এবং সমগ্র বিশ্বের বাজারকে যুক্ত করার নাম হল বিশ্বায়ন। জোসেফ স্টিগলাইজ বলেন, পরিবহন ও যোগাযোগের উন্নতি, ব্যয়, হ্রাস, দেশগুলির মধ্যে সেবা, পুঁজি, দ্রব্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির মনুষ্যকৃত বাধানিষেধ তুলে নেওয়া ইত্যাদির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জনসম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠা গভীর একাত্মবোধ হল বিশ্বায়ন।

প্রঃ। উদারীকরণ কাকে বলে?

উঃ। দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সরকারীর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নাম উদারীকরণ। এতে দেশের অর্থনীতি সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ মুক্ত রাখা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে অর্থনীতি পরিচালিত হবে সরকারী নীতির পরিবর্তে বাজারের সূচক 'দাম'-এর দ্বারা। এই নীতি অনুযায়ী 'যে সরকার কম কাজ করে, সেই সরকারই সর্বশ্রেষ্ঠ।' উদারীকরণ হল বিশ্বায়নের একটি অংশ।

প্রঃ। বিশ্বায়নের কয়েকটি মৌলিক নীতি লেখ।

উঃ। বিশ্বায়নের কয়েকটি মৌলিক নীতি হল—(১) উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন ভর্তুকি থাকবে না। (২) কি পরিমাণ বিনিয়োগ কোন্ ক্ষেত্রে হবে তা নির্ধারণ করার দায়িত্বর থাকবে বাজারের উপর। (৩) ব্যবস্থাপনার দিক থেকে সরকারী সংস্থার চেয়ে বেসরকারী সংস্থা বেশি দক্ষ।

প্রঃ। মুক্তবাজার অর্থনীতি কি?

উঃ। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের মিলিত রূপ হল মুক্তবাজার অর্থনীতি। এই নীতি অনুযায়ী সরকারী অযথা হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত বাজার প্রতিযোগীতার দ্বারা অর্থনীতির গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। উদারীকরণ দ্বারা আভ্যন্তরীণ বাজার সরকারী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থাকে। বিশ্বায়নের দ্বারা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে আমদানী ও বিদেশী বিনিয়োগের মুক্তি ঘটে।

প্রঃ। বিশ্বায়নে নীতি গ্রহণের ফলে ভারতীয় অর্থনীতির কয়েকটি পরিবর্তন লেখ।

উঃ। বিশ্বায়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতীয় অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন এসেছে—(১) বিদেশী বিনিয়োগের উপর শর্ত তুলে নেওয়া, (২) টাকার বহির্মূল্য হ্রাস, (৩) আমদানী শুল্কের হার কমানো, (৪) একচেটিয়া কম্পানী ও বাণিজ্যগোষ্ঠীকে অবাধ বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়। (৫) দেশীয় শেয়ার বাজারের মধ্যে অধিকাংশ সরকারী নিয়ন্ত্রণের উচ্ছেদ। (৬) ব্যাঙ্ক সুদের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া ইত্যাদি।

প্রঃ। ভারতে বিশ্বায়নের সূচনা হয় কবে থেকে?

উঃ। ১৯৯১ সাল থেকে ভারতে বিশ্বায়নের সূচনা হয়।

প্রঃ। ভারত সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের দুটি ইতিবাচক প্রভাব লেখ।

উঃ। ভারত সরকারের দাবী অনুযায়ী ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশ্বায়নের দুটি ইতিবাচক প্রভাব হল—(ক) বিনিয়োগ হারকে পরিবর্তনশীল করার ফলে ভারতের মোট রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লেনদেন ব্যালান্সের উন্নতি হয়েছে। (খ) বিশ্বায়ন ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারকে আরো স্ফীত করেছে।

প্রঃ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার কাকে বলে?

উঃ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি বহু উদ্দেশ্য সাধক সংস্থা (Specialized Agency) হল অর্থভাণ্ডার। অর্থভাণ্ডার গঠনের উদ্দেশ্য হল আর্থিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগীতার পরিবেশ গড়ে তোলা।

প্রঃ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের দুটি প্রধান কাজ লেখ।

উঃ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উপর অর্পিত কাজগুলির মধ্যে অন্যতম হল—(ক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিস্তার ও স্থিতিশীল বিনিয়োগ ব্যবস্থার সৃষ্টির ক্ষেত্রে উৎসাহদান। (খ) সদস্য রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতা দূর করতে শর্তসাপেক্ষে তাদের ঋণ প্রদান।

প্রঃ। বিশ্বব্যাঙ্কের দুটি প্রধান কাজ লেখ।

উঃ। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রধান কাজগুলি হল উৎপাদন বৃদ্ধি বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে ঋণ প্রদান। ঋণ প্রদান ছাড়াও বিশ্বব্যাঙ্কের ওপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল কারিগরি ক্ষেত্রকে দক্ষ ও সমস্যামুক্ত রাখার জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে বিশেষত অনুন্নত দেশগুলিকে কারিগরী সাহায্য প্রদান।

প্রঃ। আন্তর্জাতিক ফিনান্স কর্পোরেশন কি?

উঃ। যে নীতি দ্বারা বিশ্বব্যাঙ্ক নারী ও শিশু কল্যাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা

ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নতির উপরে জোর দেবার কথা বলা হয়েছে তার নাম 'গণমুখী নীতি'। এই নীতির দ্বারা সমগ্র বিশ্ব থেকে-দারিদ্র্য দূরীকরণ ও খাদ্য সমস্যা নিবারণের কথা বলা হয়। এই গণমুখী নীতিটি ১৯৯৫ সালের বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদনে স্থান পায়।

প্রঃ। বর্তমানে এড ইণ্ডিয়া কনসোর্টিয়াম (Aid India Consortium)-কে কি নাম দেওয়া হয়েছে?

উঃ। বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে ঋণদান করার জন্য এই সংস্থাটি গড়ে তোলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান সহ পৃথিবীর ১২টি ধনীদেশকে নিয়ে এই সংস্থাটি রচিত হয়। ভারত যাতে মুদ্রা সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারে সেই জন্য ভারতকে মোট ৫৪০ কোটি ৭২ লক্ষ মার্কিন ডলার ঋণ দেয়। এই সংস্থার নাম বদলে ১৯৯৫ সালে 'ইণ্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট ফোরাম' রাখা হয়।

প্রঃ। গ্যাট (GATT) কি?

উঃ। ১৯৪৭ সালে বিশ্বের উন্নত ১২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ নিজেদের মধ্যে বহুপাক্ষিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে মিলিত হয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করে, যা গ্যাট (GATT) নামে পরিচিত। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অবাধ এবং পক্ষপাতহীন বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে গ্যাট গঠিত হয়। অর্থাৎ গ্যাটের মূল লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্কের বেড়াজাল ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা।

প্রঃ। ট্রেডমার্ক কাকে বলে?

উঃ। উৎপাদিত পণ্যে বাণিজ্যিক নাম বা চিহ্নকে বলে ট্রেডমার্ক। প্রত্যেক বড় কোম্পানীগুলি তাদের উৎপাদিত পণ্যে একটি নিজস্ব চিহ্ন বা লোগো ব্যবহার করে। ট্রেডমার্ক বলতে কোম্পানীর নিজস্ব এই চিহ্ন বা লোগোকে বোঝায়।

প্রঃ। ভারতে পেটেন্ট আইন কোন্ সালে প্রণীত হয়? এই আইন অনুযায়ী পেটেন্টের সময়সীমা কত ছিল?

উঃ। ভারতে পেটেন্ট আইন ১৯৭০ সালে প্রণীত হয়। এর সময়সীমা ছিল ১৪ বছর।

প্রঃ। ট্রিপস্-এ পেটেন্টের সময়সীমা কত বছর করা হয়?

উঃ। ট্রিপস্-এ পেটেন্টের সময়সীমা ২০ বছর করা হয়।

প্রঃ। পরিচালক পর্ষদ (Board of Government) কি?

উঃ। বিশ্বব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজকর্মের দায়িত্ব থাকে একটি বোর্ডের উপর। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র থেকে একজন পরিচালক এবং বিকল্প পরিচালক নিয়ে এই পর্ষদ গঠিত হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের আগত প্রতিনিধি অর্থমন্ত্রী বা সমপর্যায়ভুক্ত হতে হবে। বছরে একবার এই পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রঃ। বিশ্বব্যাঙ্কের 'কার্যনির্বাহী পরিচালকমণ্ডলী (Executive Directors) কি?

উঃ। ২২ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি পর্ষদের উপর বিশ্বব্যাঙ্কের কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব থাকে। এই ২২ জনের মধ্যে ৫ জন আসে বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি থেকে। বাকি ১৭ জন নির্বাচিত হয় অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র থেকে। এই সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ২ বছর।

প্রঃ। বিশ্বব্যাঙ্কের 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান' (EDI) কি?

উঃ। বিশ্বব্যাঙ্কের এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের নানা শিক্ষামূলক কোর্সের দ্বারা প্রশিক্ষণ দেয়। এই কোর্সে ভারত থেকে অসংখ্য সরকারী আধিকারীক শিক্ষা নিয়েছেন।

প্রঃ। বিশ্বব্যাঙ্কের 'আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংঘ (International Development Association) কি?

উঃ। পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ দূর করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংঘ গড়ে তুলেছে। যার কাজ হল স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে সুবিধাজনক শর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করছে যা আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সুদের তুলনায় অনেক কম।

১ নম্বর ভিত্তিক প্রশ্ন

প্রঃ। ভারতে বিশ্বায়ন শুরু হয় কবে থেকে?

উঃ। ভারতে বিশ্বায়ন শুরু হয় ১৯৯১ সাল থেকে।

প্রঃ। কয়েকটি বিশ্বায়নের সমর্থনকারী দেশের নাম লেখ?

উঃ। বিশ্বায়নের সমর্থনকারী কয়েকটি দেশের নাম—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি।

প্রঃ। কত সালে, কোন্ কোন্ দেশের মধ্যে সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়?

উঃ। ১৯৬০ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি সম্পাদিত হয়।

প্রঃ। কখন ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়?

উঃ। ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।

প্রঃ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের থেকে সুবিধাভোগী দেশগুলির মধ্যে কোন্ দেশ সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে?

উঃ। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের থেকে সুবিধা প্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে ভারত সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে।

প্রঃ। কত সালে এবং কোথায় গ্যাটের অষ্টম রাউন্ডের বৈঠক হয়?

উঃ। ১৯৮৬ সালে উরুগুয়েতে গ্যাটের অষ্টম রাউন্ডের বৈঠক হয়।

প্রঃ। গ্যাটের উরুগুয়ে বৈঠকের শেষে কতগুলি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদিত হয়?

উঃ। গ্যাটের উরুগুয়ে বৈঠকের শেষে ২৮টি প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়।

প্রঃ। উরুগুয়ে বৈঠকে সম্পাদিত 'ট্রিমস্' (TRIMS) চুক্তি কী বিষয়ের সম্পর্কিত?

উঃ। উরুগুয়ের বৈঠকে সম্পাদিত 'ট্রিমস্' (TRIMS) চুক্তি বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত।

প্রঃ। উরুগুয়ে বৈঠকের মেধা সম্পর্কিত চুক্তিকে কী বলে?

উঃ। উরুগুয়ে বৈঠকের মেধা সম্পর্কিত চুক্তিকে সংক্ষেপে ট্রিপস্ (Trips) বলে।

প্রঃ। কোথায়, কখন বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়?

উঃ। ১৯৯৬ সালের সিঙ্গাপুরে বিশ্ব বাণিজ্যসংস্থার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রঃ। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে কোথায় WTO-এ বৈঠক সংঘটিত হয়?

উঃ। মেক্সিকোর কানকুন শহরে ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে WTO-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রঃ। বর্তমান বিশ্বায়নের অপর নাম কি?

উঃ। বর্তমান বিশ্বায়নের অপর নাম 'নয়া উদারনৈতিক বিশ্বায়ন'।

প্রঃ। বিশ্বায়নের একটি ফলাফল লেখ।

উঃ। বিশ্বায়নের একটি ফলাফল হল মুক্তবাজার অর্থনীতি।

প্রঃ। বিশ্বব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নাম কী?

উঃ। বিশ্বব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নাম 'পরিচালক পর্ষদ'।

প্রঃ। ইন্ডিয়া কনসোরটিয়াম কি?

উঃ। বিশ্বব্যাঙ্ক বরাতে ঋণ প্রদানের উপযুক্ত পরিবেশ আছে কিনা যাচাই করার জন্য 'ইন্ডিয়া কনসোরটিয়াম' নামক সংস্থাটি গঠন করে।

প্রঃ। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংঘ (I.D.A) কি?

উঃ। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংঘ বিশ্বব্যাঙ্কের একটি সংস্থা যা স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে সুবিধাজনক শর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করে।

প্রঃ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (T.E.D.I) কী?

উঃ। বিশ্বব্যাঙ্ক উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের কাজে যুক্ত সরকারি অধিকারীকদের প্রশিক্ষণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান নামক সংস্থাটি গঠন করে।

• বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ [Characteristics of Globalization] :

অধ্যাপক রসনু (James Roseneau) তাঁর *Distant Proximities* নামক গ্রন্থে বিশ্বায়নের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন।

(১) দক্ষতার ক্ষেত্রে বিপ্লব (Skill Revolution) : বিশ্বায়নের যুগে মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় উন্নত ঘটেছে, তাকেই বলা হচ্ছে দক্ষতার বিপ্লব। এই বিপ্লব মানুষের কার্যকরী জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করেছে এবং বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়েছে। এই দক্ষতা বৃদ্ধির উৎস হল কম্পিউটার, ইন্টারনেট, দূরদর্শন, টেলিফোন, ফ্যাক্সযন্ত্র প্রভৃতি ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি, যা সময় ও দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে।

(২) যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিপ্লব (Communication Revolution) : বিশ্বায়নের যুগে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এক ধরনের বিপ্লব ঘটে গেছে। এই বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের, গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধান কমেছে, তেমনি অন্যদিকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

(৩) সংগঠনগত বিপ্লব (Organizational Revolution) : তথ্যপ্রযুক্তি তথা যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব বিশ্বের সম-মনস্ক মানুষদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পথকে সুগম করেছে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা আন্দোলনগুলি (যেমন নারীবাদী আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, জাতিগোষ্ঠীগত আন্দোলন ইত্যাদি) সংগঠনগতভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পেরেছে এবং বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হয়েছে।

(৪) সচলতার বিপ্লব (Mobility Upheaval) : বিশ্বায়নের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতিই নয়, মূলধন, শ্রম, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতিও অবাধে জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে অবাধে বিচরণ করছে। একেই বলা হচ্ছে সচলতার বিপ্লব।

(৫) বহুতত্ত্ববাদী কর্তৃত্ব (Plurality of Authority) : বিশ্বায়নের যুগে যেসব বিশ্বজোড়া অতিজাতীয় সংগঠনের (Trans-national) উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে (যেমন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, বহুজাতিক কর্পোরেশন, ন্যাটো, সিয়াটো ইত্যাদি), সেগুলি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বেও ভাগ বসাচ্ছে। সহজভাবে বললে, আগে কেবল রাষ্ট্রই ছিল অবিসংবাদিত কর্তৃত্বের অধিকারী, এখন রাষ্ট্র ছাড়াও এইসব সংগঠন যথেষ্ট কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এখন ব্যক্তিত্বকে অনেক বেশি সচেতনভাবে স্থির করতে হচ্ছে কার প্রতি কতটা আনুগত্য প্রদর্শন করবে সে। একে আবার অনেক সময় 'কর্তৃত্বের সংকট' (authority crisis)-ও বলা হয়।

ম্যালকম ওয়াটারস (Malcom Waters) বিশ্বায়নের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। যথা—(১) বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির একীকরণ, পারস্পরিক রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নিগূঢ়ীকরণ এবং ক্রমবর্ধমান বিশ্ব সাংস্কৃতিক সচেতনতা; (২) বিশ্বজুড়ে ভৌগোলিক সীমানাসমূহের গুরুত্ব হ্রাস; (৩) বিশ্বজুড়ে দূরত্ব ও সময়ের সংকোচন; (৪) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বাজার, মানবাধিকার, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের সচেতনতা; (৫) সার্বজনীনতা (Universalism) এবং বিশিষ্টতার (Particularism) মধ্যে ব্যবধান হ্রাস; অর্থাৎ

বিশ্বায়ন ও জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ঃ

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্কে ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা তার স্বার্থবাহী নীতিগুলি কার্যকর করে তার প্ররিপ্রেক্ষিতে জাতিরাষ্ট্র এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলি অসহায় দর্শকে পরিণত হয়েছে। শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রভাবে লগ্নিপুঁজি যেকোনও দেশের সীমানাকে অতিক্রম করে জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে নষ্ট করছে। এর ফল ভোগ করে দরিদ্র দেশের মানুষেরা। রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয় ৯০ দশক থেকেই সমগ্র বিশ্বকে আমেরিকার কথায়ত্ব করে। কোনও দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি, বাজার ব্যবস্থা, অর্থনীতিকে কোনও না কোনওভাবে আমেরিকা নির্ধারণ করছে এরফলে দেশগুলির সার্বভৌমত্বের সঙ্গে নষ্ট হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা। যার দ্বারা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি, গণতন্ত্র, রাজনীতি, এবং ব্যহত হয়েছে জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষার অধিকার।

বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি ঃ

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু নয় সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের সুনির্দিষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমাজতত্ত্ববিদ জন টমিলসন বলেন "বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি' ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বিশ্বায়নের অন্তরে সংস্কৃতির অবস্থান আবার সংস্কৃতির অন্তরে বিশ্বায়নের এই বিশ্বায়নে, প্রাশ্চাত্য সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে জিন্স, কোল্ড ড্রিঙ্ক, মোবাইল, ফাস্ট ফুড ইত্যাদি আমাদের সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়েছে, হারিয়ে যাচ্ছে শাড়ি, ধুতি, ডাব ফল, দেশীয় খাবার।

বিশ্বায়ন একদিকে ধনী-দরিদ্র দেশগুলিকে কাছে নিয়ে আসছে অন্যদিকে তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনীতিতে অবস্থানের জোরে বিশ্বায়নের সুফল ভোগ করছে ধনীদেশগুলি, অনুন্নত দেশগুলি ঋণের জালে আবদ্ধ হচ্ছে আই-এম এফ, বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিকূলশর্তের শিকার হচ্ছে, দেশের অর্থনীতিকে বহু জাতিক সংস্থার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এবং তাদের সার্বভৌমত্ব আমেরিকা ও পশ্চিমী দেশগুলির কাছে বিসর্জন দিচ্ছে। যোশেফ স্টিগলাইজ বলেন যে পশ্চিমী অর্থনীতিবিদরা স্বীকার করে যে "Globolization is not working for many of the world's poor. It is not working for stability of the global economy" তবে ইতিহাস নির্ধারিত পথে বিশ্বায়ন আজকে বাস্তব ঘটনা। সুতরাং একে মানব সমাজের অনুকূলে নিয়মেআসতে হবে।